শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে কুষ্টিয়ায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, বন্যা ও দুর্যোগ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত এবং বৈরী আবহাওয়ার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য পুনঃপরীক্ষার দাবিতে কুষ্টিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছেন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা।

বুধবার (১৫ জুলাই) অনুষ্ঠিত পরীক্ষার পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা শহরের মজমপুর গেটে সমবেত হন। পরে তারা বিক্ষোভ মিছিল শেষে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের সংযোগস্থলে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, সাম্প্রতিক বন্যা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে দেশের অনেক অঞ্চলের পরীক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন। বিশেষ করে ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বৈরী আবহাওয়ার কারণে অনেক শিক্ষার্থী কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেননি। এসব শিক্ষার্থীর স্বার্থ বিবেচনায় পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হলো: ১/শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনের পদত্যাগ। ২/ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত রাখা। ৩/১৩ জুলাই বৈরী আবহাওয়ার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

এদিকে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধের ফলে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এতে সড়কের দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ যাত্রী, কর্মজীবী মানুষ ও পরিবহনচালকদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়।

শিক্ষার্থীরা জানান, তাদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া না হলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মেহেরপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রশিবিরের হেল্প ডেস্ক

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর পৌর শাখার উদ্যোগে ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে হেল্প ডেস্ক পরিচালনা করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পৌর কলেজে এ হেল্প ডেস্ক বসানো হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম, জেলা সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, পৌর সভাপতি মো. কামরুল ইসলাম নাহিদ, পৌর সেক্রেটারি হাসানুজ্জামান, কলেজ সেক্রেটারি আমির হামজা এবং সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের জন্য ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় পানি, কলম, ঔষধ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

এ সময় নেতৃবৃন্দ পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন এবং বলেন, শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে মানবিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাত্রশিবিরের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ। পরীক্ষার্থীরা এ সেবামূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরে আজ এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও আজ বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে এইচএসসি, এইচএসসি (বিএম), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও আলিম মিলিয়ে মোট ৪ হাজার ৯৮৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সাধারণ এইচএসসি পরীক্ষায় জেলার ৮টি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছেন ৩ হাজার ৯১৭ জন পরীক্ষার্থী।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্রে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ৭৬৯ জন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পৌর ডিগ্রি কলেজ, এআরবি কলেজ ও যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের মোট ৫৪৭ জন এবং পৌর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের মোট ৫৫৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট ৬৫০ জন, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ৪৮৯ জন এবং বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৪০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছেন। এছাড়া মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ১১৭ জন এবং মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ২৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় জেলার ৩টি কেন্দ্রে মোট ৬৭০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ২০৮ জন, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রে ৪১৭ জন এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪৫ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন।

এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ২টি কেন্দ্রে মোট ২৪০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ১৭০ জন এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৭০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

অন্যদিকে, আলিম পরীক্ষায় জেলার একটি কেন্দ্রে মোট ১৫৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। কবি নজরুল ইসলাম শিক্ষা মঞ্জিল কেন্দ্রে জেলার ছয়টি মাদরাসার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন।

পরীক্ষা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। জেলা সদরের কেন্দ্রগুলোতে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিটি কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের পাশাপাশি কেন্দ্র কমিটি, হল সুপার ও কক্ষ পরিদর্শকদের মাধ্যমে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ বছর সারা দেশে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন পরীক্ষার্থী। বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবারের পরীক্ষা।

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের ২০২৬ সালের এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষার্থীদের বিদায়, নতুন একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার দুপুরে কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং গণিত বিভাগের প্রভাষক জেসমিন আজাদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। প্রধান বক্তা

ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আরিফুজ্জামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুস ছালাম এবং ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম।

এছাড়া অনুষ্ঠানে কলেজের সহকারী অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, ফিদা হাসান, আব্দুল কুদ্দুস, ওয়াহেদ বিন হোসেন মিন্টুসহ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান, বিএনপি নেতা আব্দুল গনি, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, অভিভাবক ও এইচএসসি ২০২৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও গভর্নিং বডির সভাপতি আনোয়ার হোসেন কলেজে পৌঁছালে অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপনসহ শিক্ষকরা ফুলেল শুভেচ্ছায় তাদের বরণ করে নেন।

অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন তার বক্তব্যে বলেন, বিগত সময়ে কলেজটি বিভিন্ন উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রধান অতিথি ও গভর্নিং বডির সভাপতির সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “তোমরাই দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারলে তোমরাই দেশের নেতৃত্ব দেবে। কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মিত পড়াশোনার মাধ্যমে সফলতা অর্জন সম্ভব।”

তিনি শিক্ষার্থীদের সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে থেকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি কলেজের উন্নয়নে কম্পিউটার ল্যাব, সীমানা প্রাচীরসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া উচিত।
অনুষ্ঠানে কলেজের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের ফাইল, কলম ও স্কেল উপহার দেওয়া হয়।

পরে প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টন নতুন একতলা একাডেমিক ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান শেষে পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন আলমগীর হোসেন।

মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ আলী কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও দোয়া অনুষ্ঠান

মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের ২০২৬ সালের এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার কলেজের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সহকারী অধ্যাপক রকিবুল হাসান রিপন সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কলেজের অধ্যক্ষ শাহি উদ্দীন মিল্টন। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও কম্পিউটার অপারেশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জাহিদুল আলম হিটু, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাজনীন আক্তার, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আশরাফুল হক, ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক নয়ন ইসলাম এবং কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী নাফিউল ইসলাম।

দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলামের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যক্ষ শাহি উদ্দীন মিল্টন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

এছাড়া বক্তারা পরীক্ষার হলে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন এবং শিক্ষার্থীরা যেন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষা দিতে পারে

সে বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানের শেষে পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আশরাফুল হক।

মেহেরপুরে জেলার সেরা গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় এবারের গড় পাসের হার ৪১%। যা বিগত বছর গুলোর তুলনায় অনেক কম। একই সঙ্গে কমেছে জিপিএ ৫ প্রাপ্তর সংখ্যাও। মেহেরপুরের দুটি সরকারি কলেজ ও পৌর কলেজের ফলাফলও তুলনামূলক খারাপ হয়েছে।

এইচএসসি (জেনারেল) শাখায় মেহেরপুর সদর উপজেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজে এ বছর মোট ৫৪৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩১৮ জন। পাসের হার ৫৮%। মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মোট ৭৩১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৪৬৪ জন। পাসের হার ৬১.২%। মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৩২২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান নাম মেহেরপুর পৌর কলেজ) এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩৯৭ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ১৮১ জন। গড় পাসের হার ৪৬%। যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭১ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ৯ জন। পাসের হার ১৩%। এ আরবি কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭২ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%।

গাংনী উপজেলায় সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০৩ জন, পাস করেছে ৯৭ জন, গড় পাসের হার ৯৪%, যা মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ গড় পাসের হার। গাংনী সরকারি কলেজে এ

বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩১৫ জন, পাস করেছে ১৯৪ জন, গড় পাসের হার ৪৭%। গাংনী মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫৯ জন, পাস করেছে ১২৬ জন, গড় পাসের হার ৪৯%। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭২ জন, পাস করেছে ৫৯ জন, গড় পাসের হার ৫২%। মড়কা জাগরণ কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩ জন, পাস করেছে ১ জন, গড় পাসের হার ৩৩%। বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজ) থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০২ জন, পাস করেছে ৪১ জন, গড় পাসের হার ৪০%। বামুন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০৮ জন, পাস করেছে ৫০ জন, গড় পাসের হার ২৪%। করমদি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯৪ জন, পাস করেছে ৪৬ জন, গড় পাসের হার ৩১%। গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৪৯ জন, পাস করেছে ৭২ জন, গড় পাসের হার ৪৮%। কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৬ জন, পাস করেছে ১০ জন, গড় পাসের হার ৬২%। বিএন কলেজ থেকে ১৬ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই অকৃতকার্য হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলায় মুজিবনগর সরকারি কলেজে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩২২ জন, পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৭ জন, পাসের হার ৩৭%।

এইচএসসি পরীক্ষায় মেহেরপুর জেলায় গড় পাসের হারে গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ শীর্ষস্থান দখল করেছে।

এইচএসসি বিএম শাখায় মেহেরপুর সদরে মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৮ জন, পাস করেছে ২৭ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। মেহেরপুর সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২২ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১৯ জন, গড় পাসের হার ৮৬%। গাংনী উপজেলায় গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৩ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৮১ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৩০%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭ জন, পাস করেছে ৬ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। তেরাইল ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৩ জন, পাস করেছে ৩০ জন, পাসের হার ৪৮%। গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

করেছে ৪১ জন, পাস করেছে ৯ জন, গড় পাসের হার ২২%। ধানখোলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৬ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৩১%। মুজিবনগর উপজেলায় আন-নূর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬০ জন, পাস করেছে ৩৫ জন, গড় পাসের হার ৫৮%।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০ জন, পাস করেছে ১৭ জন, গড় পাসের হার ৮৫%। মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা থেকে ৪১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩৪ জন, গড় পাসের হার ৮৩%। মানিকনগর ডিএস মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২১ জন, পাস করেছে ১৫ জন, গড় পাসের হার ৭১%। মানিকদিয়া এগারপাড়া মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৮ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৯%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৪%। গাংনী সিদ্দিকিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৯৬%।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭৮ জন, পাস করেছে ৭৮ জন, গড় পাসের হার ৫৯% এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৫ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৫০%।

গাংনীতে এইচএসসি পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি সহকারী অধ্যাপক বুলুকে

মেহেরপুরের গাংনী এইচএসসি পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলায় সহকারী অধ্যাপক সাজেদুল ইসলাম বুলুকে পরীক্ষা কক্ষ থেকে দায়িত্বচ্যুত করে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

গতকাল রবিবার গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষাকালীন সময়ে এ ঘটনা ঘটে।

দায়িত্বে থাকা অবস্থায় পরীক্ষার কক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহারের বিষয়টি সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন তাৎক্ষণিকভাবে তাকে অব্যাহতির নির্দেশ দেন।

কেন্দ্র সচিব রফিকুল ইসলাম জানান, ঘটনার সময় তিনি কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন না। তবে পরে বিষয়টি তিনি নিশ্চিত হন, সাজেদুল ইসলামকে পরবর্তী পরীক্ষার দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘পরীক্ষা কেন্দ্রে শৃঙ্খলার বাইরে কোনো কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না।’

উল্লেখ্য, চলমান এইচএসসি পরীক্ষায় অনিয়ম ও নকল প্রতিরোধে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কঠোর ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শৈলকুপায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেল এইচএসসি পরীক্ষার্থীর

সাপের কামড়ে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অপু বিশ্বাস (১৯) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার ব্রহ্মপুর গ্রামের সেকেন্দার বিশ্বাসের ছেলে এবং শৈলকুপা সিটি কলেজ থেকে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।

জানাগেছে, গত শুক্রবার রাতে বাবার সাথেই ঘুমিয়ে ছিল অপু বিশ্বাস। রাত তিনটার দিকে বুঝতে পারে তার আঙ্গুলে জ্বালাপোড়া করছে। বাবাকে ডেকে ঘটনাটি বললে তিনি দেখতে পান আঙ্গুল দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। সাথে সাথে গ্রামের ওঝা ফারুক হোসেন ফরুর বাড়িতে শুরু হয় ঝাড়ফুঁকের। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে ভোরে অবস্থার অবনতি হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চলছিল চিকিৎসার প্রস্তুতি। কিন্তু পরিবার চিকিৎসকের ওপর ভরসা না পেয়ে সেখান থেকে পুনরায়

ওঝার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় সাপে দংশিত অপু বিশ্বাস।

সাপে দংশনের পর দীর্ঘ সময় পার হলেও বাবার ভুল সিদ্ধান্তে এমন মৃত্যুতে অপুর সহপাঠি ও এলাকাবাসীদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

অপুর পিতা সেকেন্দার জোয়ার্দ্দার বলেন, রাতে একমাত্র ছেলে অপুর সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। রাত তিনটার দিকে অপু ঘুম থেকে উঠে তাকে জানায়, তার আঙ্গুলে কিসে কামড় দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে গ্রামের ওঝা ফারুকের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে ওঝার দেয়া গাছে ছেলে সুস্থতা বোধ করলে তারা বাড়িতে আসেন। ছেলে অপু ঘুমিয়ে পড়লে এইচএসসি পরীক্ষার্থী বিধায় ভোরে ছেলেকে পড়ার জন্য জাগানো হয়। ঘুম থেকে উঠে অপু পুনরায় অসুস্থতা বোধ করলে তাকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। চিকিৎসকরা তার চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলে পুনরায় তাকে পৌর এলাকার ঋষিপাড়ায় ওঝার বাড়িতে নিলে তার অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে। ওঝা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে সকাল সাড়ে আটটার দিকে তার মৃত্যু হয় বলে জানান অপুর বাবা সেকেন্দার বিশ্বাস।

অপুর সহপাঠি রবিন হোসেন বলেন, তারা স্কুলে থেকেই এক সাথে পড়ালেখা করে আসছে। অপু খুবই মেধাবী ছিল ও চঞ্চল প্রকৃতির। সাপের দংশনের পর পরিবারের ভুল চিকিৎসায় তার এমন মৃত্যু তারা মেনে নিতে পারছে না বলে জানান।

অপুর প্রাথমিক ঝাড়ফুঁকের ওঝা ফারুক হোসেন ফরু বলেন, তিনি দীর্ঘ ২০ বছর সাপের কামড়ের চিকিৎসা করে আসছেন। অপুর পিতা সেকেন্দার তার ছেলেকে নিয়ে আসেন গতকাল শনিবার ফজরের আযানের আগে। তিনি তাকে গাছের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়ার পর সে সুস্থ হলে বাড়ি চলে যান। এরপর সকাল ৯টার দিকে তিনি জানতে পারেন সাপে দংশিত অপু কুষ্টিয়াতে মারা গেছে। তবে তার চিকিৎসায় কোনো ভুল নেই বলে ওঝা ফরু দাবি করেন।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গতকাল শনিবার ভোরে ব্রহ্মপুর গ্রামের এইচএসসি পরীক্ষার্থী অপুকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়।

তার লক্ষণ দেখে বোঝা যায় সে সাপে দংশিত। তার চিকিৎসার প্রস্ততি চলাকালে রোগীর স্বজনরা তাকে জোরপূর্বক পূনরায় ওঝা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে আসলে তারা অপুকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এরপর তার মৃত্যু হয়েছে বলে তারা জানতে পারেন। তার পরামর্শ সাপে দংশন করলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে না বলে জানান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ।

মেহেরপুরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু, প্রথম দিনে অনুপস্থিত ৭৮

মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণভাবে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার যশোর বোর্ডের অধীনে এইচএসসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (ভোকেশনাল) এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলার সাতটি কেন্দ্রে মোট ৪ হাজার ১৭৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ৪১৭৭ জন, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষার্থী ৯১১ জন, এইচএসসি (ভোকেশনাল) ২৭৩ জন এবং আলিম পরীক্ষায় ১৪৪ জন। তবে প্রথম দিন ৭৮ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

যশোর শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রথম দিনে মেহেরপুর জেলায় মোট ৭৮ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

গতকাল বৃহস্পতিবার জেলার তিনটি উপজেলার সাতটি কেন্দ্রে এই

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, এইচএসসি পরীক্ষায় ৬২ জন, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষায় ৯ জন এবং আলিম পরীক্ষায় ৭ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, পরীক্ষা চলাকালীন বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম।

গাংনীতে এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিখোঁজ, থানায় জিডি

বাড়ি থেকে বই কেনার জন্য বের হয়ে আর ফিরে আসেনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশ (১৮)।

আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। সে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) তার আইসিটি পরীক্ষা।

আকাশের পিতা আমিনুল ইসলাম জানান, গতকাল সোমবার বিকেলে বই কেনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বামন্দীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। তারপর থেকে সে বাড়ি ফিরে আসেনি। বতর্মানে সে নিখোঁজ। আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজা খুজির পরেও পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খোঁজ খবর নেয়ার জন্য গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিখোঁজ আকাশের গ্রামের বাড়িতে যান। তিনি বলেন, আজকে তার আইসিটি পরীক্ষা। আমার ধারণা, ছেলে আর ভালো অবস্থায় নেই। তাকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, খবরটি শোনার পর ওই বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজের পরিবারের পক্ষ থেকে সাধারণ ডাইরি (জিডি) করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।